Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা :চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: সুমি বেগম

রোলঃ 227021604228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা :চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: সুমি বেগম

রোলঃ 227021604228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা :চ্যালেঞ্জ ও সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: সুমি বেগম, আইডিঃ 227021604228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা :চ্যালেঞ্জ ও সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোছা: সুমি বেগম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছা: সুমি বেগম

আইডিঃ 227021604228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১।ভূমিকা 5

২।বিয়ে:..5

৩।সন্তান লালন পালন :...6

৪।পারিবারিক দায় দায়িত্ব 10

৫।আত্নীয়তার বন্ধন...10

৬।সমাজে পরিবারের অবদান...13

নিচে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ ও সমাধান উল্লেখ করা হলো :..14

১।নারীবাদ: 14

২।ফ্রি মিক্সিং:...15

৩।অনলাইন ক্ষয়ক্ষতি : 15

৪। পরিবার ধংসে পশ্চিমা এজেন্ডা:...16

৫।সমকামিতা :..17

৬।শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ ধ্বংস :..17

৭। ধর্ম নিরপেক্ষতা :..18

৮।মিডিয়া: 19

৯।দ্বীনি শিক্ষা না দেওয়ার কুফল:...20

১০:বাচ্চাদের ভূল ত্বরবিয়ত:..20

১১।অস্বাস্থ্যকর খাবার:...21

১২।জিনা ব্যবিচার:..21

১৩।অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন: 23

১৪। বেপর্দা:..23

১৫।শারিয়া শাসন না থাকা: 24

১৬।নারীদের ঘরমুখি না থাকা:..24

১৭। পুরুষের অসচেতনতা: 25

১৮। উপসংহার: 26

১।ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমজের মূল ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। সুষ্ঠু পরিবার ছাড়া ভালো সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরিবার গঠনের নিয়ম বলে দিছেন।

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা মেনে চলে পরিবার গঠন করলে পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সব ভালো চলবে আর আমরাও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারবো।

বর্তমানে পরিবার গুলো ভেংগে দিতে অমুসলিমরা অনেক কার্যক্রম শুরু করেছে। আমাদের এসব চ্যালেঞ্জ ও সমাধান সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা নিজেদের পরিবারে প্রয়োগ করতে হবে এবং অন্যদের মাঝে প্রচার করতে হবে সবাইকে সচেতন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে এবং আল্লাহ আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমাদের মুসলিমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মতো সম্মান মর্যাদা ও ক্ষমতা পেতে হলে আল্লাহর বিধান মতো চলে পরিবার গঠন করে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

২।বিয়ে:

আল্লাহ তায়ালা দুই জন পুরুষ ও নারীকে শরিয়তের রীতি নীতি মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে সন্তান জন্ম দানের মাধ্যমে পরিবার গঠনের নিয়ম করেছেন। এছাড়া অন্য সব উপায়ে নারী পুরুষ একত্রিত হওয়া অবৈধ গুনাহের কাজ।

বিবাহের কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখার কথা বলা হয়েছে

১।মেয়ের দ্বীনদারিতা

২।মেয়ের সৌন্দর্য
৩।মেয়ের বংশ
৪।ধন সম্পদ
কিন্তু এই সব কিছুর ছেয়ে দ্বীনদারিতা হচ্ছে আসল
এটা ছাড়া বাকি সব থাকলেও শুন্য দরা হবে।
তাই আমাদের সবাইকে আগে মেয়ের দ্বীনদারিতা নিয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে

তারপর মেয়ে দেখার ক্ষেত্রে বর ও বরের মাহরাম মহিলারা দেখতে পারবে
বর শুধু মেয়েকে দেখবে কথা বলবে স্পর্শ করতে পারবে না অন্য কিছু দেখতে হলে বরের মাহরার মহিলারা আলাদা করে দেখে নিবে যেমন : মেয়ের চুল, গলা, ইত্যাদি।
একা কোন রেস্টুরেন্টে ছেলে মেয়ে দেখা করতে পারবে না।
মেয়ে পক্ষ ও ছেলের সব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে নিবে।
বিয়েতে মেয়ের মত আছে কিনা তা জেনে নিতে হবে।
তারপর যেকোনো একদিন ঠিক করে বিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। মেয়ে পক্ষকে কিছু দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া যাবে না তাদের তৌফিক মত কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে।ছেলে পক্ষকে সামর্থ্য থাকলে ওয়ালিমা করতে পারে এটা করা সুন্নত।

৩।সন্তান লালন পালন :

আল্লাহ তায়ালা বিবাহের মাধ্যমে পরিবারে সন্তান দেন
সন্তান গর্বে আসার পর একজন মাকে অনেক সতর্কতা মেনে চলতে হয়। কারণ মায়ের প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে।সন্তান জন্মের পর তার ভালো নাম রাখতে হবে।৭ দিনের দিন আকিকা দিবে যদি সামর্থ্য থাকে এটা সুন্নত। মেয়ে হলে

একটি ছাগল ছেলে হলে দুটো ছাগল। ৭ দিনের দিন চুল ছাটাই করে এই চুলের ওজন অনুযায়ী রূপা বা এর মূল্য সাদাকা করা সুন্নত।তাহনিক করতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «أَلا كلُّكُمْ راعٍ وكلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وولدِهِ وَهِي مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنهُ أَلا فكلُّكُمْ راعٍ وكلكُمْ مسؤولٌ عَن رعيتِه«

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি কোনো গোলাম বা চাকর-চাকরাণীও তার মুনীবের ধন-সম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।
(বুখারী ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, আবূ দাঊদ ২৯২৮, তিরমিযী ১৭০৫, আহমাদ ৫১৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২২।)

বিখ্যাত ফিকাহবিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষের দায়িত্ব হলো পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা। তাদের সব

ধরনের অধিকার রক্ষা করা। আর স্ত্রীর দায়িত্ব হলো- ঘরের কাজকর্ম সম্পন্ন করা, সন্তান পরিচর্যা করা, সেবক-সেবিকাদের পরিচালনা করা এবং সব বিষয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা করা। (ফাতহুল বারি : ১৩/১১৩)

আবু উমামাহ (রা.) বলেন, এক নারী তার দুটি সন্তানসহ মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। তখন রাসুল (সা.) বলেন, গর্ভধারিণী, সন্তান জন্মদানকারিণী এবং সন্তানের প্রতি মমতাময়ী তারা যদি স্বামীদের কষ্ট না দেয়, তবে তাদের মধ্যে যারা নামাজি তারা জান্নাতে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২০১৩)

★নাবালক সন্তানাদির লালন-পালনের মূল দায়িত্ব হল স্ত্রীর তথা উক্ত সন্তানের মার।

এসম্পর্কে অন্যতম ফাতাওয়া গ্রন্থ
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বর্ণিত আছে.......

أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الصَّغِيرِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ الْأُمُّ

অর্থাৎ-নাবালক সন্তানাদির লালন-পালনের অগ্রাধিকার ভিত্ততে হক্কদার মা,চাই (উক্ত সন্তানাদির পিতার সাথে)বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকুক অথবা না থাকুক।

★শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও তাদের সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষত আয়-উপার্জন এবং সাংসারিক তাগিদে পিতার অধিকাংশ সময় বাইরে অবস্থানের কারণে সন্তানের প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা বেশি।

সন্তান লালন পালনে মার অগ্রাধিকার থাকলেও এতে মা স্বাধীন, মাকে সন্তান লালন-পালন করতে জোড় করে বাধ্য করা যাবে না,

وَلَا تُجْبَرُ) مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ (عَلَيْهَا إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ لَهَا) بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ)
لِلْأَبِ وَلَا لِلصَّغِيرِ مَالٌ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ وَسَيَجِيءُ فِي النَّفَقَة.
وَإِذَا أَسْقَطَتْ الْأُمُّ حَقَّهَا صَارَتْ كَمَيِّتَةٍ، أَوْ مُتَزَوِّجَةٍ فَتَنْتَقِلُ لِلْجَدَّةِ بَحْر.

অর্থাৎ-হাযিনা (শরয়ী সন্তান লালন-পালনকারী)কে সন্তান লালন-পালন করতে বাধ্য করা যাবেনা, তবে সন্তান অন্য কারো দুধ না খাওয়া ও তার পিতার টাকা না থাকার ধরুণ মার জন্য যদি লালন-পালন করা নির্দিষ্ট হয়ে যায়,তাহলে এক্ষেত্রে মাকে বাধ্য করা যাবে।
এবং যখন মা তার হক্বকে বিসর্জন দিয়ে দিবে তখন মৃতব্যক্তি বা বিবাহিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে এবং লালন-পালনের উক্ত দায়িত্ব সন্তানের নানীর কাছে চলে যাবে।আদ্দুররুল মুখতার,৩/৫৫৯;

বিস্তারিত জানুনঃ-
https://ifatwa.info/1874/

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

সন্তানকে সঠিক তরবিয়ত দিতে হবে যাতে আল্লহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে।

৪।পারিবারিক দায় দায়িত্ব

পরিবাদের পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের সবার খাদ্য বস্ত্র বসবাসের জায়াগার ব্যবস্থা করা। হালাল ইনকাম করা। আর মায়ের নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করা ঘর সংসার রান্না করা সন্তানের সঠিক লালন পালন করা। সন্তান্দের ভালো পরিবেশে বেড়ে উঠার জন্য বাবাকে উত্তম পরিবেশের ব্যবস্থা করা। সন্তানরা বড় হলে মা বাবা কে সম্মান করা তাদের খিদমত করা মেয়েরা মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। ছেলেরা বাবাকে সাহায্য করা এটা আস্তে আস্তে ছোট বেলা থেকেই বাচ্চাকে শিখাতে হবে। স্ত্রী দায়িত্ব আদায় করা স্বামীকে সাধ্যের চাইতে বেশি কিছু না চাওয়া। স্বামীর চাহিদা মতো চলা। স্বামীর অবাধ্য না হওয়া।
আর স্বামীর উচিৎ সে যা খাবে স্ত্রীদের খাওয়ানো
তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভোরনপোষন করা।
স্ত্রী সন্তানের চাদিহা পূরনের জন্য হারাম পন্তা অবলম্বন না করা। পরিবারে বয়স্ক মা বাবা থাকলে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা তাদেএ সাথে সুন্দর আচরণ করা।

৫।আত্নীয়তার বন্ধন

আত্মীয়তার সর্ম্পক দুই ধরনের হয়-

>> সাধারণ সম্পর্ক এ সম্পর্কটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। যাকে বলা হয় দ্বীনি সম্পর্ক। একজন মানুষের সঙ্গে ঈমানি বন্ধনের কারণে তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। ঈমানদারদের সঙ্গে ভালবাসা রাখা। তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা। সব সময় তাদের কল্যাণে কাজ করা।

তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজকে তাদের থেকে প্রতিহত করা। তাদের জন্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। লেন-দেন ও যাবতীয় ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে বৈষম্য দূর করা এবং তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ তাদের হকগুলো আদায় করা।

যেমন- অসুস্থদের দেখতে যাওয়া; তাদের হকসমূহের ব্যাপারে সচেতন থাকা; তাদের গোসল দেয়া; জানাযার নামাজ আদায় করা; দাফন-কাফন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা।

,

>> বিশেষ সম্পর্কমাতা-পিতা উভয় দিক থেকে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তা রক্ষা করা। তাদের হক বা অধিকারসমূহ এবং তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা সন্তানের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যক।

যেমন- পিতামাতার খরচ বহন করা; তাদের খোঁজ-খবর নেয়া; প্রয়োজনের সময় বিশেষ করে বার্ধক্যে তাদের পাশে থাকা।

আর যখন অনেক আত্মীয়ের অধিকার একত্রিত হয়; তখন নিকটাত্মীয় হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার পাবে। পর্যায়ক্রমে তারপর যেটি তুলনামূলক কাছের সেটি অগ্রাধিকার পাবে।

,

নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ধরন আল্লাম ইবনু আবি জামরাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

>> আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অনেক সময় মালামাল ও ধন-সম্পদ দ্বারা হয়;

>> প্রয়োজনের সময় সাহায্য করার দ্বারা হয়;

>> ক্ষতিকে প্রতিহত করার মাধ্যমে হয়;

>> পরস্পরের সঙ্গে হাসি-খুশি ও ব্যবহারের মাধ্যমে হয়;

>> দোয়া করার দ্বারাও হয়;

>> সাধ্যানুযায়ী কারো কাছে কল্যাণকর কিছু পৌঁছানো দ্বারাও হয়;

>> সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বাঁচানোর দ্বারাও হয় এবং তাদের উপকার করার দ্বারাও হয়।

,
সুতরাং সময় সুযোগ তেমন না মিললে শুধু ফোনে কথা বলেও আত্মীয়তা সম্পর্ক ঠিক রাখা যাবে।

তবে সময় সুযোগ হলে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য হলেও নিকটতম আত্মীয়দের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা দরকার।

আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা নাজায়েজ,এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাঃ অনেক কঠোরভাষা ব্যবহার করেছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ " . - صحيح

জুবাইর ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

.(বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ১৯-(২৫৫৫), আবূ দাঊদ ১৬৯৬, তিরমিযী ১৯০৯, সহীহুল জামি‘ ৭৬৭১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৪০ সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৫, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক ২০২৩৪, মুসনাদুল বাযযার ৩৪০৫, আহমাদ ১৬৭৩২, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৭৩৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৪, শু‘আবুল ঈমান ৭৯৫২, ‘ত্ববারানী’র আল মু‘জামুল কাবীর ১৪৯১, আর মু‘জামুল আওসাত্ব ৯২৮৭।)

আরো জানুনঃ

https://ifatwa.info/4223/

https://ifatwa.info/82378/

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

৬।সমাজে পরিবারের অবদান

মানুষ সামাজিক জীব।সমাজে বসবাস করতে হলে সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজন।

সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য পরিবারের অবদান অপরিসীম। পরিবারের লোকজন তাদের দায় দায়িত্ব যদি মেনে পরিবার গঠন করে এতে সমাজ সুন্দর থাকে। আর যদি পরিবারের মধ্যে ইসলামের বিধি বিধান না মানা হয় তাহলে পরিবার গুলো আস্তে আস্তে ভেংগে যার। ফলে এর প্রভাব সমাজে পড়ে। মা বাবা যদি সন্তানের সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষা না দেয়। এতে সন্তানের মাঝে বিভিন্ন গুনাহের দিকে দাবিত হতে দেখা যায়। যেমন: চুরি,ডাকাতি,জিনা,ব্যবিচার, সমমিতা,ফেমিনিজন ইত্যাদি। যা পরিবার ও সমাজের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর। তাই সবার উচিৎ ইসলামি আইন মেনে চলা ও পরিবারের সবাইকে মানার জন্য তাগিদ দেওয়া।

পরিবার গুলো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর শিকার হচ্ছে ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবার ব্যবস্থা ভেংগে গেছে।

আমাদের দেশে পরিবার গুলো ভেংগে ফেলার বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পরিবার ভেংগে দিলে সৎ ভালো আল্লাহ ওয়ালা মানুষ তৈরি হবে না মুসলিমদের এক্য নষ্ট হয়ে যাবে এতে কাফির মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের লাভ হবে।

তারা ইসলাম কে ধংষ করার জন্য মুসলিম পরিবার গুলো টার্গেট করে তারা পরিকল্পনা সাজিয়েছে।

এজন্য আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ সুমুহ জানতে হবে এবং তার সমাধান গুলো ও জেনে সমাধানে যেতে হবে।

নিচে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ ও সমাধান উল্লেখ করা হলো :

১।নারীবাদ:

এটা বর্তমানে আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। এই নারীবাদের জন্য পশ্চিমার নারীরা পরিবার বিমূখ হয়েছে এতে তাদের পরিবার ব্যাবস্থা নাই বললে চলে। এটা বর্তমানে মুসলিম নারীদের মধ্যে ব্যপক আকার ধারণ করেছে তারা পুরুষে সমান হতে চায়। নারী পুরুষ সমতা আইন করতে চায়। কিন্তু নারী পুরুষ কখনোই সমান নয়। জন্মগত ভাবেই আলাদা করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাদের ফিতরাত আলাদা। কিন্তু ইসলামের ফরজ ইলমটুকু না

জানার কারণে সমাজে নারীবাদ দিন দিন ছড়িয়ে যাচ্ছে। নারীরা পুরুষদের সহযোগী না হয়ে এখন প্রতিপক্ষ হয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে সন্তান নেওয়া প্রবনতা কমে গেছে আর যারা দু একটা নিচ্ছে তারা তাদের মতো করে সন্তান লালন পালন করছে। এতে তাদের সন্তানরা ইসলাম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে অনেকে।

সমাধান: বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করে। বাচ্চা জন্মের পর মেয়ে বাচ্চা হলে তাকে মেয়েদের মতো বড় করা। ইসলামের শিক্ষা দেওয়া জেনারেল এর

পাশাপাশি। পর্দা করানো ও ব্যাবস্থা করে দেওয়া নারীবাদ এর ক্ষতিকর দিক তাদের সাথে আলোচনা করে। এরকম নারীদের কাছ থেকে নিজেদের মেয়েদেরকে আলাদা রাখা।

২।ফ্রি মিক্সিং:

পর্দার বিধান না জানার কারণ সমাজে ফ্রি মিক্সিং বেড়ে গেছে।অনেকে আবার জেনে ও মানতে চায় না সমাজের লোক কি বলবে। এতো টাই বেড়ে গেছে যে অনেক হুজুর নিজে বিধান জানে নিজে আল্লাহ ওয়ালা কিন্তু তার পরিবারের মেয়েরা ফ্রি মিক্সিং এ অভ্যস্ত। এতে কি হচ্ছে তাদের হায়া কমে যাচ্ছে। আর লজ্জা ঈমানের অংগ। হায়া কমার কারণে নারীর দ্বীন্দারিতা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এতে তারা ইসলামি বিধান মতো চলছে না তাদের দায়িত্ব পালন করতে না তারা অনর্থক কাজ কর্ম ও গুনহে লিপ্ত।ফলে এর প্রভাব কিন্তু ঘুরে পরিবারেই পড়ছে।

সমাধান: পরিবারের ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে কঠোর ভাবে পর্দা মেইনটেইন করতে হবে

প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের ঘর থেকে বের করা যাবে না। ফ্রি মিক্সং পরিবেশ গুলো থেকে তাদের বাছিয়ে রাখতে হবে। যেমন সহশিক্ষা,মার্কেট, প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে গিয়ে টাকা ইনকাম, ইত্যাদি।

৩।অনলাইন ক্ষয়ক্ষতি :

বর্তমানে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে বেশি অনলাইন প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া ও অনলাইনের মাধ্যমে ইসলামের অনেক প্রচার প্রসার হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য ভালো দিক কিন্তু অনলাইনে ভালোর চেয়ে খারাপ দিক গুলো বেশি। অনর্থক অনলাইন চালানো এতে প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে। অশ্লিল ও গুনাহের জিনিস দেখা, দরকার ছাড়া অন্যদের ফোলো করা। এতে অনেক প্লেক ক্ষতি হচ্ছে

মানুষের। আমরা মুসলমানরা এর কারণে ইলম অর্জন থেকে বিরত থাকছি,আমল করা থেকে বিরত থাকছি, নিজের ঘরের মানুষের সাথে দূরত্ব বেড়ে গেছে, এতে পরিবারের লোক জনের মধ্যে মারামারি জগড়া হয়।মায়েরা বাচ্চাদের সময় না দিয়ে অনলাইনে সময় দেয় যার ফলে সন্তান সঠিক শিক্ষা পেয়ে বড় হয় না। তারা ও অনলাইনের আশক্ত হয়ে পড়ে। এতে মুসলিম পরিবার গুলো ভেংগে যাচ্ছে।পরকিয়া বেড়ে গেছে, জিনা ব্যবিচার বেড়ে গেছে। এগুলো ইসলামি পরিবারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।

সমাধান: এর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে অনলাইনে প্রয়োজন কি সে অনুযায়ী প্রয়োজন শেষ করে অনলাইন থেকে বের হয়ে যেতে হবে। অপ্রয়োজনে ফোন হাতে নেওয়া যাবে না। ছোট বাচ্চাদের হাতে ফোন দেওয়া যাবে না। ফোন দেখিয়ে খাওয়ানো যাবে না। যারা আশক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসার মাধ্যমে আশক্তি দূর করতে হবে।

৪। পরিবার ধংসে পশ্চিমা এজেন্ডা:

পশ্চিমারা মুসলিম ধংসের জন অনেক অনেক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ফান্ডিং করেছে।তারা মুসলিম পরিবারে সুকৌশলে সুদ ঢুকয়ে দিয়েছে। মহিলাদের ঘএ থেকে বের করে এনেছে শিক্ষার নামে। ফলে নারীরা এখন ঘর সংসার বিমুখ। পশ্চিমা কালচার মুসলমানের ঘরে ঢুকে গেছে তাদের বিয়ের মতো মুসলমানরা তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান করছে।জন্মদিন পালন করছে। আরও অনেক অনেক কালচারে মুসলিমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।তাদের পোশাক পরিধান করছে। তাদের মতো করে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

এতে মুসলমানরা তাদের ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে গেছে।

সমাধান : আমাদেরকে পুরো পুরি পশ্চিমাদের দেখানো কালচার ত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদের নির্দিষ্ট রীতিনীতি আছে তা পালন করতে হবে।

৫।সমকামিতা :

বর্তমানে এটা মুসলিমদের মাঝে সহজ করা হচ্ছে এটা ইসলামে হারাম। এর জন্য লূত(আ) এর কওমকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিছেন।
এটা পশ্চিমা দেশে ইউরোপ আমেরিকাতে ব্যপক হারে বেড়ে গেছে।
নামে মুসলিম অনেকে সমকামিতায় জড়িয়ে গেছে। গোপনে গোপনে এটা অনেক মুসলিমের মাঝে ছড়িয়ে গেছে। এতে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ বিয়ে যে হালাল সম্পর্ক দিয়েছেন তা থেকে মুসলমান ও অমুসলমান বের হয়ে গেছে। ফলে সমাজে জনসংখ্যার হার কমে যাচ্ছে। মুসলমানদের মাঝে এটা ব্যপক আকার ধারণ করলে ভবিষ্যতে মুসলিমরা কমে যাবে। আর রসুল(স) বলেছেন তিনি কিয়ামতের দিন তার উম্মত নিয়ে গর্ব করবেন।সমকামিতার শাস্তি নিয়ে আল্লাহ কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন।

সমাধান : বাচ্চাদের সমকামিতা সম্পর্কে আগ্রহী হয় এজন্য বিভিন্ন বই, নাটক, কার্টুন ইত্যাদি বানানো হয়েছে এগুলো থেকে তাদের বিরত রাখতে হবে
বড়দের সচেতন করতে হবে।যারা এসবে আক্রান্ত তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে।সমকামী কাউকে প্রস্রয় ও সাহায্য দেওয়া যাবে না।

৬।শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ ধ্বংস :

মুসলিমদের শিক্ষায় পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা ঢুকে গেছে
তার ফলে তাদের শিক্ষায় মুসলিম বাচ্চারা শিক্ষিত হচ্ছে। এতে ইসলামের শিক্ষা তারা পাচ্ছে না কিভাবে নিজের দায় দায়িত্ব পালন করবে তা তারা জানে না। ইসলামি আইন সম্পর্কে জানে না। খিলাফত বিরুধী বাননো হচ্ছে, ইসলাম বিদ্বেষি বানানো হচ্ছে বাচ্চাদের এতে বড় হয়ে বাচ্চারা ইসলাম বিদ্বেষি হবে। ফলে ইসলামি পরিবার গুলো ভেংগে যাবে। এই শিক্ষার কারণে সেকুলার নাস্তিক জন্ম নিচ্ছে মুসলিম ঘরে ঘরে।সন্তানেরা মা বাবার অবাধ্য হচ্ছে।অশ্লীলতা যৌনতা

শিখাচ্ছে এই শিক্ষায় ফলে জিনা, ব্যাবিচার, সমমামিতা বেড়ে যাচ্ছে।প্রকাশ্যে বইয়ে সমকামীতা শিখানো হচ্ছে।
এসব পড়ে একটা মুসলিম বাচ্চা কখনো ইসলামিক হতে পারবেনা।

সমাধান: এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে।এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেকোনো ভাবেই বাচ্চাদের বের করে আনতে হবে। তাদের ইসলামেন ফরজ ইলম শিখাতে হবে। এই শিক্ষার কুফল মানুষকে জানাতে হবে।

৭। ধর্ম নিরপেক্ষতা :

ধর্ম নিরপাক্ষতা হচ্ছে যে যার ধর্ম পালন করবে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।
এর মানে এই নয় যে সব ধর্ম ভালো সব ধর্ম সঠিক এটা প্রচার প্রসার করা অন্যরা ও মুসলিমরা।

ইসলামকে বিকৃত ও ধ্বংস করার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা কে নরমাল করা হবে। কিন্তু ইসলামে তা নিষিদ্ধ। আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। অন্য ধর্ম যদি কেউ পালন করে এতা তাদের ব্যক্তিগত এটাতে কারো বাধা দেওয়া উচিৎ নয় কিন্তু তাদের সাহায্য করা, তাদের সাপোর্ট করা, তারা ঠিক, এসব বলা কিন্তু গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাছে বলেন,
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ★لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ★وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ★وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ★وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ★لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ★
বলুন, হে কাফেরকূল,আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি।এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি

করি।তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।(সূরা ইখলাছ)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

বলুনঃ ‘হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, ‘সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।(সূরা আলে ইমরান-৬৪)

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

সমাধান : ধর্মনিরপেক্ষতা কুফরি মতবাদ এটা মনে প্রানে বিশ্বাস করতে হবে নিজের পরিবার ও সমাজকে সচেতন করতে হবে। যারা এটার পক্ষে তাদের বয়কট করতে হবে তাদের ভুলটা ধরিয়ে দিতে হবে।

৮।মিডিয়া:

মুসলমানদের ঘরে ঘরে এখন গান বাজনা ঢুকে গেছে। এটা কবিরা গুনাহ এসব জেনেও তাতে অভ্যস্ত মুসলমান। গান বাজনা, হারাম কন্টেন্ট, মুভি,নাটক এগুলো দেখা হারাম এর প্রভাব আমাদের ঈমানে আমলে পড়ে। যার ফলে আমরা দিন দিন গুনাহে ডুবে যাচ্ছি। এর প্রভাব পরিবারের উপর পড়ছে। ঠিকমতো আমরা

ইসলামি জীবন যাপন করছি না। আমরা পরিবারে সময় না দিয়ে মিডিয়া দেই ।অনর্থক সময় নষ্ট করি। সময়ের বারাকা পাই না।

সমাধান: মিডিয়া থেকে পুরো পুরি বের হয়ে আসতে হবে। হারাম গুলো ছেড়ে তওবা করতে হবে।

৯।দ্বীনি শিক্ষা না দেওয়ার কুফল:

মুসলমান হিসেবে প্রত্যেক দ্বীনের ফরজ ইলম টুকু জানতে হবে। আরও বেশি জানলে ভালো। আমরা সন্তান লালন পালন করি পশ্চিমাদের রীতিনীতি মেনে তাদের দ্বীনি শিক্ষা দেই না। ছোট বেলা থেকে আদব কায়দা শিখাই না। যার প্রভাব আমরা দেখতে পাই সন্তান মা বাবার কথা শুনে না বেয়াদবি করে।হারাম আলাল জানে না ফলে অনেক অনেক গুনাহে ডুবে যায়।কুরআন সহিহ করে পড়া জানে না। পর্দা মেইনটেইন করে না। স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করে না। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে না। এছাড়াও বান্দার ও আল্লাহ হক না জানার কারণে তা আদায় করে না। বৃদ্ধ বয়সে বাবাকে যত্ন করে না তাদের অবহেলা করে ফেলে দেয়। আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকে না। সন্তানরা মা বাবাকে নিয়ে থাকতে চায় না।

সমাধান :সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া মা বাবার দায়িত্ব। সন্তান বড় হবার সাথে সাথে থাকে প্রয়োজন দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে কুরআন শিখাতে হবে। আদব কায়দা শিখাতে হবে। হালাক হারাম শিখাতে হবে। ইবাদত করা শিখাতে হবে।তারা ভুল করলে সঠিক পন্থায় তা দূর করতে হবে।

১০:বাচ্চাদের ভুল ত্বরবিয়ত:

বর্তমানে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দল ও মতের লোক বের হয়েছে। ভুল আকিদা তা পোষন করে। **অনেক** মা বাবা আছে তারা বাচ্চাদের ভুল আকিদার

মানুষকে ফলো করে তাদের দেওয়া শিক্ষা ও মত অনুযায়ী বাচ্চাদের মানুষ করছে ফলে তারা সঠিক ইসলাম জানছে না। যার ফলে তারা ভুলভাবে ইবাদত বন্ধেগি করছে। ভুল আকিদায় বড় হচ্ছে। এতে পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ইসলামি পরিবার গঠন হচ্ছে না কিন্তু তারা নিজেকে ইসলামি পরিচয় দেওয়ায় অন্যরা যারা সঠিক ও ভুল জানে না তারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের মতো করে ইসলাম পালন করছে।

সমাধান : কারো কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হলে তার আকিদা কি জানতে হবে। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের হলে তাকে ফোলো করা যাবে কিন্তু অন্য আকিদার হলে তাকে বর্জন করতে হবে।

১১।অস্বাস্থ্যকর খাবার:

এটা যেভাবে ইসলামি পরিবারের উপর প্রভাব ফেলছে তা হলো : বর্তমানে বাজারের খাদ্য গুলোতে বেজাল দেওয়া হয়। এমন কোনো খাবার বাকি নাই যেটা ভেজাল মুক্ত।আর মানুষেরা এখন নিজের হাতের বানানো ও চাষ করা খাবার কম খায়। ফলে দিন দিন মানুষের স্বাস্থ্য হানী হচ্ছে। মানুষ ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য এটা বড় নিতামত এটা ইবাদত করতে প্রয়োজন। পরিবারের পুরুষরা আয় রোজগার করতে প্রয়োজন। জিহাদ করতে প্রয়োজন।
সমাধান : তাই আমাদের সুস্থ থাকতে হলে বাহিরের খাবার বর্জন করতে হবে। নিজের হাতে মাছ, সবজি ইত্যাদি চাষ করতে হবে। যাতে ফ্রেশ খাবার খাওয়া যায় এর ব্যবস্থা করা।

১২।জিনা ব্যবিচার:

অমুসিলরা ও ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য জিনা ব্যবিচার সহজ করা পন্থা বের করে তা এখন সহজ হয়ে গেছে। মুসলমানরা এখন শজে অনলাইনে মাধ্যমে জিনা ব্যবিচার পরকিয়ায় জড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে

সুন্দর সংসার গুলো ভেংগে যাচ্ছে। জারজ বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে। জিনা ও হারাম প্রেম করা কোনো ছেলে মেয়ে বিবাহ করে অন্যদের সাথে প্রতারণা করছে ফলে সংসারের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। ধর্শন বেড়ে গেছে মেয়েরা নিরাপদ নয় নিজের স্বজদের কাছে পরিবারের কাছে। তালাকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে বাচ্চারা মা বাবার আদর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুশিক্ষা পাচ্ছে না। তারা পরিবার হারা হয়ে যাচ্ছে।

বিবাহ পূর্ব-পরে প্রেম ও পরকিয়া পুরোপুরি নাজায়েজ।

■ মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।

■ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত।

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُزِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন, চোখের জিনা হল [হারাম] দৃষ্টিপাত। কর্ণদ্বয়ের জিনা হল, [গায়রে মাহরামের যৌন উদ্দীপক] কথাবার্তা মনযোগ দিয়ে শোনা। জিহবার জিনা হল, [গায়রে মাহরামের সাথে সুড়সুড়িমূলক] কথোপকথন। হাতের জিনা হল, [গায়রে মাহরামকে] ধরা বা স্পর্শকরণ। পায়ের জিনা হল, [খারাপ উদ্দেশ্যে] চলা। অন্তর চায় এবং কামনা করে আর লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে রূপ দেয় [যদি জিনা করে] এবং মিথ্যা পরিণত করে [যদি অন্তরের চাওয়া অনুপাতে জিনা না করে]। {সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৫৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৮৯৩২}

সমাধান : জিনা ব্যবিচার যাদের মাঝে আছে তারা তওবা করে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ কে ভয় করতে হবে। নিজেদের ঘরে ও আত্নীয়দের মাঝে তালিম করতে হবে এসবের ক্ষতি ও শাস্তি নিয়ে।

১৩।অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন:

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামি পরিবার গঠনের জন্য ইসলামি বিধিনিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমাদের রীতিনীতি মেনে মুসলমানরা তাদের মতো জীবন যাপন করছে।
ঘুমের সময় ঘুমায় না। খাওয়ার সময় খায় না সব কিছু উল্টো করে নিয়েছে। নারী পুরুষ সবাই বাহিরে উপার্জন করতে যায়।ফলে সংসার সামলানো কষ্ট হয়ে যায় নারীদের।বাচ্চারা ভুয়ার কাছে বড় হয় ফলে সঠিক শিক্ষা পায় না। অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের ফলে ঠিকমতো ইবাদত করা সম্ভব হয় না। যার প্রভাব পরিবারের উপর পড়ে।

সমাধাব: আমাদেরকে ইসলামী জিবন বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করতে হবে। অন্যদের ও অমুসলিমদের দেখানো ব্যবস্থা পরিহার করতে হব।

১৪। বেপর্দা:

সুকৌশলে নারীদের ঘর থেকে বের করেছে নারীবাদীরা। অধিকারের নামে ইসলামের ফরজ বিধানের অপব্যবহার করেছে। পর্দা করে চাকরি করা যায় সব করা যায় এটা তারা প্রচার প্রসার করছে। আর মুসলিম নারীদের বের করে বেপর্দা করে ফেললে তারা ইসলাম ঠিকমতো মানবে না। ইসলামি রীতি নিতি মেনে ঘর সংসার ও বাচ্চা লালন পালন করবে না এতে মুসলিম পরিবার ধ্বংস হবে। এটা পরিকল্পনা করেছে ইসলামের শত্রুরা। যার ফলে আজ আমরা নামে মুসলিম হয়ে গেছি। আমাদের মাঝে মুসলমানের কোনো পরিচয় নেই খুব সামান্য মানুষ ইসলামকে সঠিক ভাবে আকরে ধরেছে।

মুসলমানদের খিলাফত যাতে ফিরে না আসে তারা সব রকম চক্রান্ত করছে। কিন্তু আমরা না জেনে তাদের ফাদে পা দিচ্ছি।

ফলে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হচ্ছে। বেপর্দা কারণে জিনা ব্যবিচার বেড়ে গেছে। বেপর্দা এটা গুনাহ নয় অনেক মুসলমান এটা এখন মনে করে নিছে। কিন্তু এটা কবিরা গুনাহ।

সমাধান : আমাদের পরিবারের মেয়েদের ছোট বেলা থেকেই পর্দার অভ্যস্ত করতে হবে। তাদের জন্য পর্দা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অপ্রয়োজনে তাদেরকে বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখিতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো পরিবারের পুরুষরা এনে দিতে হবে। তাদেরকে পর্দার সাথে ফ্রিমিক্সিং ব্যতীত শিক্ষার ব্যবহার করতে হবে। সহ শিক্ষায় দেওয়া যাবে না।

১৫।শারিয়া শাসন না থাকা:

শারিয়া শাসন না থাকায় মানুষ গনতন্ত্র মেনে নিয়েছে।এটা দিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়।

আর এটা তো মানুষে বানানো আইন এটা যখন ইচ্ছা পরিবর্তন হয়। যার ফলে চুরি ডাকাতি, জিনা ব্যবিচার, ধর্শন, অন্যের হক নষ্ট করা ইত্যাদি অপরাধ বেড়ে গেছে। এগুলো সঠিক বিচার হয় না। গনতন্ত্র মুসলমানদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সমাধান: শারিয়া ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সকল মুসলমানদের এটা উপকারিতা জানাতে হবে। শারিয়া যে চায় না সে মুসলমান নয় এটা বুঝাতে হবে। আলহে সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত আলিমদের মতামত অনুযায়ী চলতে হবে। শারিয়া শাসন বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

১৬।নারীদের ঘরমুখি না থাকা:

শারিয়া শাসন না থাকায় ইচ্ছা মতো নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। নারীবাদ বেড়ে গেছে। নাড়ি আজ নিজের পায়ে দাড়ানোর জন্য, উপার্জন করার জন্য

ঘরের বাহিরে বের হয়েছে। শিক্ষা অর্জনের নামে বাহিরে বেপর্দা পরিবেশে চলে গেছে। তারা তাদের মুল দায়িত্ব সংসারের দায়িত্ব পালন, সন্তান লালন পালন এগুলো ছেড়ে দিছে বা কেউ কেউ অল্প পরিমাণে করছে। যার ফলে উম্মাহের জন্য উপযোগী সৈনিক, দায়ি,আলিম, হাফিজ,দ্বিনি মা তৈরি হচ্ছে না। নারীরা ঘর মুখি না হলে ইসলামি পরিবার গঠন সম্ভব নয়। তাদের ঘরমুখি করতে হবে।এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমাধান: নারীদেরকে তাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে। ঘিরের মেয়েদের ছোট থেকেই ঘরমুখি রাখতে হবে। পর্দার পরিবেশ করে দিতে হবে। বেপর্দা পরিবেশে নেওয়া যাবে না । উন্নতির না অমুসলিমদের ও পশ্চিমাদের অনুসরন থেকে বিরত রাখতে হবে। নারীদের অদিখার পূরণ করতে হবে। বাবা, ভাই স্বামী, সন্তানকে তাদের দায়িত্ব যথাযত ভাবে পালন করতে হবে। নারীদের দ্বীনিশিক্ষা নিয়মিত দিতে হবে।নারীবাদী নারীদের সংগ থেকে আলাদা রাখতে হবে।তাহলে আস্তে আস্তে তারা ঘর মুখি হয়ে যাবে।

১৭। পুরুষের অসচেতনতা:

বর্তমানে পুরুষরা এমন হয়ে গেছে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে না। তারা ঘরের মেয়েদের খারাপ ও ক্ষতিকর পরিবেশে টেলে দেয় বা মেয়েরা যেতে চাইলে বাধা দেয় না। দ্বীনি শিক্ষা দিতে চায় না উল্টো সহ শিক্ষায় পাঠিয়ে দেয়।উপার্জনের নামে মেয়েদের পন্য বানিয়ে দিয়েছে। অমুসলমানরা মেয়েদের পণ্য বানিয়ে ব্যবসা করে টাকা উপার্জন করছে কিন্তু মুসলিম পুরুষরা অনেকে আছে যারা দ্বীন মানে না জানে না তারা তাদের ঘরের মেয়েদেরকে তাদের পন্য বানিয়ে দিয়েছে।তাই মেয়েরা আজ ঘর সংসার, স্বামী সন্তান ছেড়ে বাহিরেএ অন্যের উপকারে ব্যস্ত টাকা উপার্জন ও নিজের রুপ লাভণ্য দেখানোর জন্য।

সমাধা :

মুসলিম পুরুষদের সচেতন হতে হবে। তাদেরকে নিজেদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা নারীদের ঘর মুখি করা। ইসলামি পরিবার গঠনে মনোযোগ দিতে হবে।

তারা তাদের দায়িত্ব যথাযত পালন করতে হবে। নিজের উপার্জনের টাকা ঘরের জন্য ভালো কাজের জন্য ব্যয় করতে হবে। অনর্থক টাকা নষ্ট না করে সঠিক জায়গায় ব্যয় করতে হবে।

১৮। উপসংহার:

অতিতে ও বর্তমানে মুসলমানদের ও মুসলিম পরিবার ধ্বংসের জন্য অমুসলিমরা ও ইসলামের শত্রুরা অনেক অনেক পরিকল্পনা করেছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। মুসলমানদের সজাগ থাকতে হবে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ গুলো মোকাবিলা করতে হবে।উপরের চ্যালেঞ্জ গুলো ছাড়াও আরও অনেক চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন মুসলিম পরিবার এগুলো জানতে হবে ও সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। ইসলামি আইন ও নিয়ম নীতি অনুযায়ী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় মুমিন মুসলমানরা সফল হবে ইনশাআল্লাহ।